বর্ষ : ২ ✱ সংকলন : ৪ ✱ জুলাই-আগস্ট ২০০৯ ✱ অনুদান ১ টাকা

অরুণাভা

একটি জনসংস্কৃতি প্রকাশনা

নিজের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল পুরুলিয়ার ঝালদা থানার মেলাডি গ্রামের এক অভাবী পরিবারের কিশোরী কন্যা অহল্যা কুমার। তার এই সাহসী কাজে সে সাহায্য পেয়েছে পাতড়া শিশুশ্রমিক বিদ্যালয়ের সহপাঠিনী ও শিক্ষকদের। সে এই বিদ্যালয়েরই ছাত্রী। পুরুলিয়ার সহকারী শ্রম কমিশনার জানিয়েছেন, জেলার ১৮ জন নাবালিকা নিজেরাই তাদের বাল্যবিবাহ রুখে দিয়েছে। রাজ্যে এ এক বিরল নজির।

পিটিটিআই জটে দিশেহারা হয়ে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের ২৩ বছরের তরুণী সুদীপ্তা চৌধুরী শেষপর্যন্ত বেছে নিল আত্মহত্যার পথ। পিটিটিআই প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হয়েও মামলার কারণে তার আর শিক্ষক হওয়া হয়ে ওঠেনি। গত ২৩ শে জুলাই রাতে নিজের বাড়িতেই খাওয়া দাওয়ার পর সে বিষ খায়। এই নিয়ে ১৩ জন পিটিটিআই ছাত্রছাত্রী হতশার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করলেন।

‘জনসংস্কৃতি’র নাট্যাভিযান চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণবঙ্গের কুল্পী, কাকদ্বীপ ও পাথরপ্রতিমা ব্লকে অবস্থিত ‘জনসংস্কৃতি’র শাখা নাট্যদলগুলি প্রতিনিয়ত ‘সর্বশিক্ষা’, ‘বর্তমান সমাজ’, ‘উন্নয়ন’, ‘বি.পি.এল.-এ কি আছে’, ‘সোনার মেয়ে’, ‘হারানের সংসার’ প্রভৃতি নাটকগুলির মাধ্যমে সামাজিক নানান সমস্যার সমাধানে ও বঞ্চিত খেটে-খাওয়া বৃহত্তর শ্রেণির মৌলিক অধিকারের দাবিতে জনজোয়ার গড়ে তুলতে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিচে দলগুলির বিগত তিন মাসের (এপ্রিল-জুন’০৯) সংক্ষিপ্ত অভিনয় তালিকা দেওয়া হয়েছে।

‘জনসংস্কৃতি’র সমন্বয়ী শাখার নাট্যকর্মীরা বিভিন্ন শাখা দলগুলির নাট্যকর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করে থাকেন। ১১ই জুলাই থেকে ১৮ই জুলাই তারিখ পর্যন্ত রামনগর আবাদ মহিলা শাখা ও রামগঙ্গা মহিলা শাখা এবং ২৫শে জুলই থেকে ২রা আগস্ট পর্যন্ত শ্রীনারায়নপুর-রামগোপালপুর শাখার নাট্যকর্মীদের নিয়ে গিরিশ ভবনে দু’টি নাট্যকর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রম	শাখা সংগঠন	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
০১	রামগঙ্গা	১৯	০৬	০৩	২৮
০২.	বনশ্যামনগর	১০	০	০	১০
০৩	রামগোপালপুর-শ্রীনারায়নপুর	০৪	০	০৮	১২
০৪	দিগম্বরপুর	১৫	০৮	০৬	২৯
০৫	রামনগর আবাদ	২২	০১	০৫	২৮
০৬	দুর্গাপুর	১৪	০৪	১২	৩০
০৭	বসর	০৬	০	০	০৬
০৮	শ্যামনগর	০১	০১	০	০২
০৯	সমন্বয়ী শাখা	০৬	০৪	০৫	১৫
মোট		৯৭	২৪	৩৯	১৬০

শ্রদ্ধায় ও স্মরণে অগস্ত বোয়াল

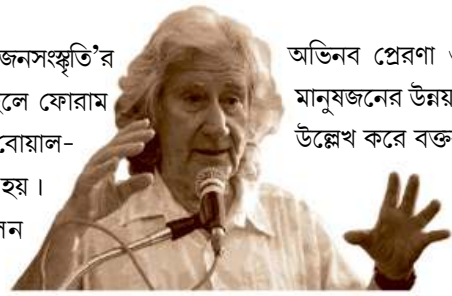

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১১ই জুলাই ‘জনসংস্কৃতি’র পরিচালনায় কলকাতায় ভারতসভা হলে ফোরাম থিয়েটারের প্রাণপুরুষ প্রয়াত অগস্ত বোয়াল-এর স্মরণে এক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ। বিশিষ্ট নাট্যবিদ ও নাট্য সমালোচক শমিক বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ’ফেডারেশন অফ থিয়েটার অফ দি অপ্রেসড্, ইন্ডিয়া’র বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিগণ এবং ‘জনসংস্কৃতি’র বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা শাখা নাট্যদলের কর্মীবৃন্দ।

‘জনসংস্কৃতি’র সমন্বয়ী শাখা দ্বারা পরিবেশিত গণসংগীত দিয়ে সভার সূচনার পর অগস্ত বোয়াল-এর জীবনধারা, সমাজ পরিবর্তনের কাজে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা, ফোরাম থিয়েটারকে হাতিয়ার করে পৃথিবীবাসীকে নাট্যান্দোলনে অভিনব প্রেরণা ও বঞ্চিত-শোষিত-অবহেলিত মানুষজনের উন্নয়নের জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়। বোয়াল-এর সাথে নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও একসাথে কাজের কিছু স্মরণীয় ঘটনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

এরপর একে একে উপস্থিত সবাই তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্প ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

তারপর প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিনিধিরা অগস্ত বোয়াল সম্পর্কে ও তাঁর তৈরি ফোরাম থিয়েটারকে হাতিয়ার করে কিভাবে সমাজ সংস্কারের কাজে প্রয়োগ করছেন, তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। সবশেষে শমিক বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

‘জনসংস্কৃতি’র সমন্বয়ী শাখার সদস্যদের দ্বারা অভিনীত ‘উন্নয়ন’ নাটকটি পরিবেশনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হল ‘থিয়েটার অফ দি অপ্রেসড্’ -এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত২০-২৬শে জুলাই ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় ‘থিয়েটার অফ দি অপ্রসেড্’-এর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে পৃথিবীর ‘থিয়েটার অফ দি অপ্রসেড্’ অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বিভিন্ন মহাদেশের প্রতিনিধিরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গুণীজন। উল্লেখযোগ্য, উক্ত সম্মেলনে ‘থিয়েটার অফ দি অপ্রেসড্-এর একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় সমিতি তৈরি হয়। ‘জনসংস্কৃতি’র পরিচালক সঞ্জয় গাঙ্গুলী, এই কেন্দ্রীয় সমিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া গত ১লা থেকে ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত আর্জেন্তিনার বুয়েন এয়ার্স-এ ‘থিয়েটার অফ দি অপ্রেসড্’-এর একটি কর্মশালার আয়োজন হয়। সঞ্জয় গাঙ্গুলীর পরিচালনায় এই কর্মশালায় সমগ্র আর্জেন্তিনা থেকে ৪৩ জন নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, আগামী ২২-৩০শে আগস্ট পর্যন্ত স্কটল্যান্ড-এর এডিনবার্গ শহরে অনুষ্ঠিত ‘এডিনবার্গ ফেস্টিভ্যাল’-এ একটি সেমিনারে ‘শিল্প সৃষ্টিতে যৌথ অংশগ্রহণ’ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখবেন সঞ্জয় গাঙ্গুলী।

*** আমরা আছি ছোট ছোট কাজে, বড় বড় কথায় নয় ***

মে-জুন ২০০৯

“তাদেরকে রুটি দাও যারা ক্ষুধার্ত, আর তাদেরকে ক্ষুধা দাও যাদের রুটি আছে।”

- পাবলো নেরুদা

আমাদের কথা

অনাহারে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে

পর পর দু'বছর একই তথ্য পাওয়া গেল কেন্দ্রের আর্থিকসমীক্ষায়। কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে সারা দেশে এই সমীক্ষা করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রের এই সমীক্ষায় দেখা গেছে আমাদের রাজ্যের ৯ শতাংশ পরিবার দু'বেলা খেতে পায় না, অর্থাৎ অনাহারে থাকে। এটিই দেশের মধ্যে সর্বাধিক। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনাহারী পরিবারের জাতীয় গড় হল ১.৯ শতাংশ। গত বছরের আর্থিক সমীক্ষাতেও ঠিক একই তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। অর্থাৎ গত এক বছরে অবস্থার একটুও উন্নতি হয়নি। কোনও একটি পরিবারের দু'বেলা দু'মুঠো খেতে না পাওয়ার অবস্থাকেই অনাহার হিসাবে ধরা হয়েছে। গত ২রা জুলাই সংসদে প্রাক-বাজেট এই আর্থিক সমীক্ষা পেশ করে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ''প্রায় তিন দশক ধরে দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এবং গুদামে খাদ্য উপচে পড়লেও এখনও যে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অসম, বিহারের মতো কিছু রাজ্যে অনাহার রয়ে গেছে তা রীতিমত উদ্বেগের বিষয়।'' সমীক্ষা অনুসারে অপুষ্টির তালিকাতেও পশ্চিমবঙ্গের নাম বেশ নিচের দিকে। পশ্চিমবঙ্গের অপুষ্টির হার ৪৩ শতাংশ, তবে এই হার সর্বভারতীয় হারের (৪৫.৯ শতাংশ) থেকে সামান্য কম। ৩ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সংখ্যার নিরিখে এই হার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সাড়ম্বরে যখন খাদ্য আন্দোলনের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তির আয়োজন চলছে তখন এই সংবাদ আমাদের পক্ষে সত্যিই লজ্জাজনক!

পথশিশু - স্বাধীনতার উপহার

সংক্ষিপ্ত সমাচার (দৈনিক সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত)

শিক্ষার অধিকার বিল : সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার বিলটি গত ৪ঠা আগস্ট লোকসভায় অনুমোদন পেয়েছে। বিলটি এখন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায়। এই বিলে ৬-১৪ বছর পর্যন্ত সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার স্বীকৃতি পেল।

শিশুর দেহ খেল কুকুরে : গত ২৬শে জুন মালদা জেলা হাসপাতলে সদ্যোজাত এক শিশুর দেহ খুবলে খেতে দেখা যায় একটি কুকুরকে। রোগীর আত্মীয়স্বজনেরাই প্রথম কুকুরের মুখে আধ-খাওয়া শিশুর দেহ দেখতে পেলে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। কোথা থেকে ওই সদ্যোজাতের দেহ কুকুর নিয়ে এসেছে তা জানা যায়নি। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ঘটনাটি জানতে পেরে তদন্তের নির্দেশ দেন।

দারিদ্রের সংজ্ঞা বদলাচ্ছে : দারিদ্রসীমার সংজ্ঞা বদলে নতুন তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। আগের ১২ দফা সম্পূর্ণ বদলে নতুন ৫ দফা মাপকাঠি ঠিক করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে পরিবার পিছু মাসে ৫ হাজার টাকার কম উপার্জন হতে হবে। বসতবাড়ি এলাকা ১১০০ বর্গ ফুটের কম হতে হবে। ৫ হাজারের কম উপার্জন করা একা মহিলা, কাঠের মিস্ত্রি, কুমোর, মৎস্যজীবি, এইডস, কুষ্ঠ, ক্যানসার রোগী সহ প্রতিবন্ধীরাও এবার তালিকাভুক্ত হবে। আড়াই হেক্টর চাষজমি থাকা গরিব, প্রান্তিক চাষিরাও বিপিএল তালিকায় নথিভুক্ত হতে পারবে। নতুন তালিকায় সারা দেশে প্রায় ৪১ শতাংশ মতো বিপিএল নাগরিক হবে বলে কেন্দ্রের অনুমান।

পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হচ্ছে : এতদিন পর্যন্ত পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত ছিল সেটা বেড়ে এখন হচ্ছে ৫০ শতাংশ। গত ২৭ আগস্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সংসদে অনুমোদনের পর এই ব্যবস্থা পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই চালু হবে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মোট আসনের পাশাপাশি জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও পঞ্চায়েত প্রধান পদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

অনাহারে মৃত্যুর মিছিল চা বাগানে : বিগত বছরগুলিতে ডুয়ার্সের বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানগুলিতে কাজ হারানো শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মানুষের অনাহারে মৃত্যুর কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে না সরকারি নথিপত্রে। তবে বেসরকারি মতে সংখ্যাটা আড়াই হাজার। শুধু কাঁঠালগুড়ি চা বাগানে ২০০৩-২০০৭ পর্যন্ত ৪৫০ জন মারা গিয়েছেন অনাহারে। ২০০৬-এর ১লা জানুয়ারি থেকে ২০০৭-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ডুয়ার্সের ১৪টি বাগানে অনাহারে মোট মৃতের সংখ্যা ৫৭১ জন। এছাড়া ২০০২-এর মার্চ মাস থেকে ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডুয়ার্সের ঢেকলাপাড়া, কাঁঠালগুড়ি, মুজরাই ও রামঝোড়া চা বাগানে শ্রমিক পরিবারের মোট ২৪০ জন সদস্য মারা গেছেন। ইউটিইউসি ও দিল্লির এক বেসরকারি সংগঠনের সমীক্ষা থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। ৩১.৮.০৯

অসংগঠিত শ্রমিকদের ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ২৫ টাকার মাসিক টিকিটের সুবিধা

এবারের রেল বাজেটে অসংগঠিত শ্রমিকরা যাতে ইজ্জতের সাথে ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারে তার জন্য ২৫ টাকায় মাসিক টিকিটের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১লা আগস্ট থেকে চালু হয়েছে এই পরিষেবা। যাদের মাসিক রোজগার দেড় হাজার টাকার বেশি নয় তারা ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারবেন ২৫ টাকার মাসিক টিকিটে। এই পরিষেবাটির সুযোগ পেতে কী করতে হবে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে জানানো হল।

আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত যে কোন একজনের কাছ থেকে নেওয়া আয়ের প্রশংশাপত্র দাখিলের ভিত্তিতে এই মাসিক টিকিট দেওয়া হবে

- জেলাশাসক
- আবেদনকারীর নির্বাচনকেন্দ্রের লোকসভার সদস্য
- বিপিএল কার্ড অথবা দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ইস্যু করা অন্য কোন প্রশংসাপত্র
- কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেশের যে কোন স্থানের যে কোন ব্যক্তির জন্য ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজাদের কাছে সুপারিশ করতে পারবেন
- রাজ্যসভার সদস্যগণও যে জেলার বাসিন্দা সেই জেলার আবেদনকারীর জন্য সুপারিশ করতে পারবেন
- ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারগণ ঐরূপ সুপারিশের ক্ষেত্রে মাসিক টিকিট ইস্যু করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেশন ম্যানেজার/স্টেশন মাস্টারকে অধিকার দেবেন
- ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারগণও আয়ের প্রশংশাপত্র ইস্যু করতে পারবেন।

সূত্র : চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে

ইস্যুর তারিখ থেকে আয়ের এই প্রশংসাপত্র ২ বছরের জন্য বৈধ থাকবে।

আয়ের প্রশংসাপত্রের ফটোকপি সংগ্রহের ভিত্তিতে স্টেশন মাস্টার মাসিক টিকিট ইস্যু করবেন ও ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্য সেটি সংরক্ষিত করে রাখবেন। কিন্তু মাসিক টিকিট ইস্যু করার সময় আয়ের মূল প্রশংসাপত্রও দেখাতে হবে।

জেলাশাসক, লোকসভার বর্তমান সদস্য ও ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারগণ কর্তৃক ইস্যু করা আয়ের প্রশংশাপত্র, প্রদত্ত বয়ান **'ক'** অনুযায়ী হতে হবে এবং রাজ্যসভার বর্তমান সদস্য কর্তৃক ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারকে ইস্যু করা সুপারিশপত্র অবশ্যই প্রদত্ত বয়ান **'খ'** অনুযায়ী হতে হবে। প্রশংশাপত্র অবশ্যই যিনি দেবেন তাঁর অর্থাৎ ইস্যুয়িং কর্তৃপক্ষের লেটারহেডে ইস্যু করতে হবে -

বয়ান 'ক'

'ইজ্জত' মাসিক সিজন টিকিট ইস্যুর জন্য আয়ের প্রশংসাপত্র

১. সুবিধাপ্রাপকের নাম .....
২. পিতার নাম .....
৩. বয়স .....
৪. বাসস্থানের ঠিকানা .....
৫. মাসিক আয় (কথায় ও সংখ্যায়) .....
৬. ইস্যুর তারিখ .....
৭. স্বাক্ষর .....
(নাম)
৮. ইস্যুয়িং কর্তৃপক্ষের স্ট্যাম্প

বয়ান 'খ'

আমি এতদ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়াবলী সহ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে 'ইজ্জত' মাসিক সিজন টিকিট ইস্যু করার জন্য সুপারিশ করছি

১. সুবিধাপ্রাপকের নাম .....
২. পিতার নাম .....
৩. বয়স .....
৪. বাসস্থানের ঠিকানা .....
৫. মাসিক আয় (কথায় ও সংখ্যায়) .....
৬. সুপারিশের রেফশরেন্স নং .....
৭. ইস্যুর তারিখ .....
৮. স্বাক্ষর .....
(নাম)

৯. ইস্যুয়িং কর্তৃপক্ষের স্ট্যাম্প

আইলা : আশীর্বাদ না অভিশাপ

রঞ্জিৎ কাঞ্জিলাল

সুন্দরবন সম্পর্কে অনেকদিন থেকেই আমার একটা খুব সুন্দর ধারণা ছিল। সুন্দরবনের বাঘ, সুন্দরীবৃক্ষ, মধু, মাছ, বনবাদাড়, মানুষ, প্রাকৃতিক পরিবেশ সব মিলিয়ে আমায় খুব ভাবাতো। এসবের মধ্যে মিশে যেতে সাধ হত। মনে হত যার নামের মধ্যেই সুন্দর কথাটা জুড়ে আছে সেখানকার মানুষ কতই না সুখে থাকে। আমার মত এমন ধারণা হয়ত অনেকেরই আছে। আমরা যারা বাইরে থেকে এখানে কটা দিন ঘুরতে আসি, শহরের আবদ্ধ জীবন থেকে একটু মুক্তি খুঁজি, তারা বুঝতেও পারিনা এখানকার মানুষের জীবনের ঢেকে রাখা যন্ত্রণা, অনেক না বলা কথা, অনেক না পাওয়ার হতাশা।

কিন্তু স্বপ্নটা হঠাৎই ভঙ্গ হল। মনের ভ্রান্ত ধারণাগুলো সব উল্টে পাল্টে গেল। বাস্তবটা সামনে এনে দিল আইলা। অসহায় মানুষের হাহাকার, অভাব-অনটন, অন্নহীন-বস্ত্রহীন-বাসস্থানহীন বহু মানুষের দুর্দশা সকলের দৃষ্টিগোচর হল। তাদের সব ভেঙে গেছে, ভেঙে গেছে মনটাও। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তারা তাদের মনটাকে অটুট রেখেছিল, আজ এক ঝড়ের ঝাপটায় সেই মনটাই সমুদ্রের নোনা জলে আর রাজনৈতিক নেতাদের অবহেলায় প্রায় পঙ্গু হয়ে গেল। অনেকে হারিয়ে গেল, আর যারা কোনক্রমে বেঁচে গেল - খাদ্য, পানীয়, পরনের বস্ত্র, মাথা গোঁজার ঠাঁই, ওষুধপত্র - টিকে থাকার কঠিন লড়ায়ে সামিল হল।

কিন্তু মানুষ মানুষের জন্য - এটা আবার প্রমান হল। পাথরপ্রতিমা, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, সন্দেশখালি, লেবুখালি সহ গোটা সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার এই আশ্রয়হীন, বস্ত্রহীন, খাদ্যহীন, নিরাপত্তাহীন, সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলির একটু জলের জন্য, একটু খাবারের জন্য হাহাকার দেখে বহু মানুষই চুপ থাকতে পারে নি। খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, জল, ত্রিপল প্রভৃতি নিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জনসংস্কৃতি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, মাস এডুকেশনের মত অনেক সংগঠন ও অগণিত সাধারণ মানুষ। মানুষের এই উদ্যোগ আশাহত মানুষকে একটু অভয় দিয়েছে হয়ত, তবে এটা তো কোন স্থায়ী প্রতিকার নয়।

অনেকেই বাঁচার তাগিদে এলাকা ছাড়ছে। গত ৩রা জুন অপর্ণা তার দুই ভাই-বোনকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল রোজগারের সন্ধানে। না ওদের আর যাওয়া হয় নি। কাঁঠালবেড়িয়ার কাছে অটো উল্টে অপর্ণার মৃত্যু হয়।

সুন্দরবনের নদীবাঁধগুলি মাটির তৈরি, সহজেই ভেঙে যায়। প্রতি ভরা কোটালে এখানকার মানুষকে উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে মাটি কেটে বাঁধ মেরামত করে। না হলে যে শেষরক্ষা হবে না। তিন দশকের একটানা রাজত্বের পরও সুন্দরবনের কোন উন্নতি হল না। খবরের কাগজে পড়েছি, ঝড়ের সময় নাকি একই সঙ্গে বাঘ-গরু-মানুষ ছিল। সেদিন কিন্তু বাঘ তার সহজাত ধর্ম বাদ দিয়ে রক্ষক হিসাবে ছিল, ভক্ষক হিসাবে নয়। বনের বাঘ যা পারে, আমরা মানুষ হিসাবে তা পারি না কেন ?

ছবি : সৌজন্যে : দৈনিক স্টেটসম্যান

সুন্দরবেন আইলা দুর্গতদের মধ্যে জনসংস্কৃতির ত্রাণকার্য : ১৩ ই জুন, ২০০৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট

ব্লক : পাথর প্রতিমা

ক্রম	গ্রাম পঞ্চায়েত	হ্যালোজেন (পিস)	ওআরএস (পিস)	ব্লিচিং (বস্তা)	চুন (বস্তা)	চিড়া (কেজি)	গুড় (কেজি)	চাল (কেজি)	ডাল (কেজি)	আলু (কেজি)	পুরানো কাপড় (পিস)
০১.	শ্রীনারায়নপুর	০	০	২	৮	০	০	০	০	০	০
০২.	বনশ্যামনগর	২১০০০	১৫০০	৫	২০	০	০	০	০	০	০
০৩.	রামগংগা	১৬০০০	১০০০	৮	৩২	০	০	০	০	০	০
০৪.	কুয়োমুড়ি	৫০০০০	১৫০০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট		**৮৭০০০**	**৪০০০**	**১৫**	**৬০**	০	০	০	০	০	০
ব্লক : কাকদ্বীপ											
০৫.	রামগোপালপুর	২৩০০০	১২৫০	১০	৪০	০	০	০	০	০	০
মোট		২৩০০০	১২৫০	১০	৪০	০	০	০	০	০	০
ব্লক সন্দেশখালি-১											
০৬.	বোয়েবমারি-১ (কানমারি ও ঢেকনামারি)	০	৩০০০	১৫	৬০	৪০০	৮০	৮০০	৮০	২০০	৮১৮
মোট		০	৩০০০	**১৫**	৬০	৪০০	৮০	৮০০	৮০	২০০	**৮১৮**
সর্ব মোট		**১,১০,০০০**	৮,২৫০	৪০	**১৬০**	৪০০	৮০	৮০০	৮০	২০০	**৮১৮**

করঞ্জলী খালের সংস্কার হোক

অলিপ কুমার কালসার প্রতিবেদন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুল্পী থানার করঞ্জলী অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী ট্যাংরা চরের পাশ দিয়ে বহে চলা ভাগীরথী নদী থেকে বেরিয়ে আসা ট্যাংরা খালটি করঞ্জলীর উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঢোলা থানার সাতপুকুরে। খালটি প্রায় ৩০ মিটার চওড়া ও ২০/২২ কিলোমিটার বিস্তৃত। প্রায় ৩০ বছর খালটির কোন সংস্কার না হওয়ায় খালটি মজে গেছে। এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবি খালটির সংস্কার করা হোক। সংস্কার হলে হাজার হাজার চাষী জল পেয়ে বাঁচবে, উপকৃত হবে মৎস্যজীবিরাও। দীর্ঘ দিনের দাবি মেনে গত বছর সরকারি উদ্যোগে ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে করঞ্জলী অঞ্চলের ট্যাংরা চর থেকে পূর্বে কুসুমপুর মৌজার বিদ্যেরবাড়ির মূলো পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার কাটা হয়। সুখের কথা এ বছর ওই এলাকাতে খালের জলে প্রায় ১৫০০ বিঘা জমিতে চাষ আবাদ হয়। এতে এলাকার মানুষের মুখে হাসি ফোটে। অনেকের কর্মসংস্থান হয়। যে এলাকায় খালটি সংস্কার হয়নি সেখানকার মানুষের মুখে ঠিক উল্টো ছবিটাই দেখা গেছে। সরকার এ বছরও যদি আরো কয়েক কিলোমিটার খাল সংস্কারের কাজে উদ্যোগী হয় তাহলে বহু গরিব মানুষ উপকৃত হবে বলে মনে করে এলাকার অধিবাসীরা।

পাখি, ফুল ও প্রজাপতি

পাখিটা ওড়ে, এক গাছ থেকে আর এক গাছে, ওড়ে আকাশেও। উড়তেই ওর আনন্দ।

গাঢ় নীল মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়তে উড়তে ও গান গায় - শিল্পী তো আমি নই, তবু আমি গান গাই।

ও কথা বলে গাছের সাথে, ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে বুকে যেন বান ডাকে।

দরজায় বসে আছি মৌন সুখে। বিকেলের বাসি হলুদ রঙের ছোপ লেগেছে বাড়ির গাছের সবুজ পাতায়। গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, জুঁই, চাঁপা, ডালিয়া ও সূর্যমুখী। কোনোটা টবে, কোনোটাবা মাটিতে। গাঁদা ফুলের সারি, সূর্যের মরা রোদে রঙের বাহার।

সময়টা বসন্ত। দক্ষিণা বাতাসে ভেসে আসে কোকিলের কু-উ-উ রব। ফাটা বাঁশের শব্দের মতো সুর বাজে।

চোখ ফেরাতে পারি না। প্রজাপতিরা ওড়ে। ওদের পাখনার রঙের বাহারে মন ভরে যায়। ছেলেবেলায় প্রজাপতি ধরে কপালে টিপ পরার সাধ ছিল। এখনও ধরি। তবে টিপ আর কপালে পরি না। এখন মাঝেমাঝে গালে মেখে নিই ওদের রঙ। প্রজাপতি নই, তবু ইচ্ছে হয় প্রজাপতির মত রঙিন পাখনা মেলতে। বুকের খাঁচায় মনটা আটকে থাকতে চায়না।

সন্ধ্যা নামে। ঝিঁ ঝিঁ-র ডাক ভেসে আসে। ওদের ভাষা বুঝতে পারি না। তবুও আকুতি জাগে। হৃদয় যেন গান গায়।

ধুৎ ছাই, কিসব একা একা ভাবছি। আগাও নেই, শেষও নেই। দুমদুম করে কচি খুকির এলোমেলো পা ফেলার মত অগোছালো ভাবনা।

বন্ধু, আমার লেখা পড়ে তোমরা কী ভাবছ জানি না। যাই ভাবো যেন পাগল ভেবো না। তোমরা আমার প্রাণের বন্ধু। আজ এই সন্ধ্যায় অনুভূতির দরজাটা কেমন যেন খুলে যাচ্ছে। কেন জানি শুধুই প্রজাপতি হতে ইচ্ছে করছে।

ফুলের উপর প্রজাপতিগুলো সব আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে। আমার মন ভাবছে, শুধুই ভাবছে, ভাবনার পাখি আকাশে ডানা মেলছে। প্রজাপতির রঙ মাখছে মন, ঘোর সবুজ মন। নতুন কুঁড়িফোটার মতই নিজে নিজে ফুটে ওঠার সাধ জাগছে। চাওয়া পাওয়ার হিসাব বারবার কড়া নাড়ছে জীবনদুয়ারে। একেই বোধ হয় বলে মুক্তি। মুক্তির স্বাদ তো আগে কখনো পাইনি।

সন্ধ্যা ক্রমে গাঢ় অন্ধকার হয়েছে। এবার ফিরতে হবে। বন্ধু, তোমাদেরও জীবনে পাখি উড়ুক, ফুল ফুটুক, প্রজাপতির রঙ ছড়াক। আর আমি যেন তোমাদের সকলকে ভালবাসতে পারি বুক ভরে।

■ বিজলী রাউল

শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৮ : একনজরে

- আইনটির নাম : অবৈতনিক ও বাধাতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৮
- এই আইন জম্মু ও কাশ্মীর বাদে সারা ভারতে প্রযোজ্য
- শিশু বলতে বোঝায় ৬-১৪ বছর বয়সি সকল ছেলে বা মেয়ে
- এই আইন অনুসারে ৬-১৪ বছয় বয়সি প্রত্যেক শিশুর প্রতিবেশি বিদ্যালয়ে (Neighbourhood School) বুনিয়াদি শিক্ষা (১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি) শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার অধিকার আছে
- জন্মের পরিচয়পত্র নেই-এই অজুহাতে কোন শিশুকে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত করা চলবে না
- কোন শিশুর কাছ থেকে কোনরকম অর্থ (any kind of fee or charges or expenses) নেওয়া যাবে না যা তার বুনিয়াদি শিক্ষা শেষ করতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে
- কোন শিশুর কাছ থেকে কোন ক্যাপিটেশন ফি (চাঁদা বা এই জাতীয় কিছু) নেওয়া যাবে না
- যদি ক্যাপিটেশন ফি নেওয়া হয়, তাহলে শাস্তিস্বরূপ ক্যাপিটেশন ফিয়ের দশ গুণ জরিমানা ধার্য করা হতে পারে
- বাধ্যতামূলক শিক্ষার মূল বিষয়গুলি হল উপযুক্ত সরকারের
  - ৬-১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর শিক্ষার জন্য দায়বদ্ধতা গ্রহণ
  - বাধ্যতামূলক ভর্তি, উপস্থিতি এবং বুনিয়াদি শিক্ষা সমাপ্তি নিশ্চিত করা
  - প্রতিবেশি বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা
  - সমাজের দুর্বলতর ও অনগ্রসর শ্রেণির শিশুরা যেন বৈষম্যের শিকার না হয় এবং কোন কারণেই তারা যেন বুনিয়াদি শিক্ষা সমাপ্ত করতে কোন বাধার সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করা
  - বিদ্যালয়গৃহ, শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষার উপকরণ সহ যাবতীয় পরিকাঠামোর যোগান নিশ্চিত করা
- এই আইনে পিতামাতা ও অভিভাবকদেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা যেন তাদের শিশুদের স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করেন
- প্রতিবেশি সকল সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে সমাজের দুর্বলতর (weaker) শ্রেণি ও অনগ্রসর (disadvantaged) পরিবারের শিশুদের জন্য ২৫ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে
- দুর্বলতর শ্রেণির শিশু বলতে বোঝায় সেইসব পরিবারের শিশু যাদের বাৎসরিক রোজগার সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম রোজগারের থেকেও কম
- অনগ্রসর শ্রেণির শিশু বলতে বোঝায় তফশিলী জাতি ও উপজাতি পরিবারের শিশু, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ পরিবারের শিশু, বা সরকার নির্ধারিত এই জাতীয় অন্য শ্রেণির শিশু
- অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কাউকে ফেল করানো হবেনা
- ভর্তির সময় শিশুদের বা তাদের অভিভাবকদের কোনভাবে বাছাই-এর জন্য সাক্ষাৎকার (screening test) নেওয়া যাবে না
- এই নিয়ম লঙ্ঘন করা হলে প্রথমবারের জন্য ২৫ হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতিবারের জন্য ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হবে
- প্রতিবন্ধী শিশুরাও সমান অধিকার ভোগ করবে
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বয়ঃসীমা ১৮ বছর করা হয়েছে
- যে বিদ্যালয়ে বুনিয়াদি শিক্ষা সমাপ্ত করার ব্যবস্থা নেই, কোন শিশুর সেই বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে ট্রান্সফার হবার অধিকার থাকবে যেখানে সে তার বুনিয়াদি শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারবে
- যেখানে বিদ্যালয় নেই, আইনকে কার্যকর করতে, সেখানে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আইনটি চালু হবার তিন বছরের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে
- এই আইনকে কার্যকর করতে যে অর্থের প্রয়োজন তার দায়িত্ব রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার যৌথভাবে পালন করবে
- কেন্দ্র সরকার একটি জাতীয় পাঠক্রম তৈরি করবে
- কোন শিশুকে শারীরিক বা মানসিক শাস্তি দেওয়া চলবে না, আইনত এটা অপরাধ বলে গণ্য হবে
- আইনটি চালু হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পড়ুয়া-শিক্ষক অনুপাত আইন অনুসারে নির্ধরণ করতে হবে
- শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ
- শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষের দিকে নজর রাখা হবে
- শিক্ষকদের নিয়মিত মূল্যায়নের জন্যও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি থাকবে
- যেসব শিক্ষকের উপযুক্ত যোগ্যতা নেই, তাদের পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে
- বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে ৫০ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধিকে রাখতে হবে।
- রাজ্য সরকারগুলি এই শিক্ষার অধিকার বিল রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে।

কবিতা সঞ্চয়ন

আশাবাদী

উন্মত্ত পৃথিবীটা এখানে এলে
হয়তো শান্ত হবে,
হয়তো শান্তির বীজ রোপিত হবে,
কাবুল কারগিল হৃদয় জুড়ে,
এখানে শান্ত বনানী আর সবুজ সমৃদ্ধ পবন
শুষে নেবে বারুদের গন্ধ যত,
রক্তের উষ্ণতা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে।
এই সরু সরু খাঁড়ি দু'পাশে অরণ্য গহীন,
উন্মুক্ত উদার নীলাকাশ বনানীর দিগন্ত জুড়ে,
সবুজের ঘ্রাণ মেখে
চাঁদ জলে ভিজে ভিজে
প্রকৃতির কোলে নতুন জন্ম হবে।
এখানে এলে হয়তোবা
পৃথিবীটা শান্ত হবে।

শঙ্কর জানা

জীবন কবিতা

জীবনটাতো আর কবিতা নয়,
আর কবিতাও জীবন নয়,
তবু জীবনের ভিতর কবিতা বাসা বাঁধে,
আর কবিতার ভিতর জীবন গান গায়,
ডানা মেলে ওড়ে।

তবু জীবনটা কবিতা হলে
আর কবিতা সত্যি হলে সহস্র শতাব্দী
বাঁচতে ইচ্ছে করে,
ইচ্ছে করে কবিতার রাণিকে নিয়ে
ঘুরে বেড়াই
অনন্ত অমৃতলোকে
জীবনের রামধনু রাঙা পথে।

তাই কবিতাগুলো একবার জীবন হোক
আর জীবনগুলো হয়ে উঠুক
কবিতা আর কবিতা।

শঙ্কর জানা

মনের দুঃখ

ফুলের মতন জন্মে ছিলাম,
ঘাসের মত নিরস ছিলাম,
দুঃখেতে ভরা জীবন ছিল,
পথ দেখাতে কেউ ছিল না।
আমায় পথ দেখাও,
হে ভগবান, পথ দেখাও।
আজ আছি, কাল রব না,
যাব কোথায় তা জানি না,
পথ দেখাও এই জীবনে,
কাছে পাও তুমি যেখানে,
আমায় তুমি কাছে ডাকো,
হে ভগবান ডাকো আমায়।

বিজলী রাউল

ছিল

স্থবিরতা ভাঙে,
ভেঙে যায় নির্জন নদীমুখ,
পেলব নির্মলতায় উদাস চঞ্চলতা,
দূর স্বপ্নের মোহাচ্ছন্ন পান্থশালা,
মন অস্থির।
চারদিকে শূন্যতা গভীরতর,
খেলাঘরের দরজাটা খিল দিয়ে বন্ধ,
রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি,
কেউ নেই,
শুধু ধুলো বিকেল বাতাসে এলোমেলো,
তার কয়েক কণা এসে পড়ল গায়ে,
দেখি সেগুলির মুখে কি অপূর্ব হাসি,
চতুর্দিক কেমন হাসতে লাগল।

অভিনন্দন মাইতি

বিশ্বায়নের শিশু

হ্যালো মম, সেদিন আন্টি বলেছিলেন ক্লাসে,
তোমরা নাকি ছোটোবেলায়
থাকতে সবার পাশে?
গুরুজনদের করতে প্রনাম পায়েতে হাত দিয়ে,
বাইরে যেতে তোমরা সবাই
তাঁদের আশিস্ নিয়ে?
শিখতে নাকি জীবনধারার আদর্শ সব পাঠ?
ভরিয়ে দিতে হাসি-গানে খেলাধূলার মাঠ?
আমরা দেখি বেশ আছি তো,
নিয়মের হোস্টেলে,
বাড়ছি সবাই কে.জি. কিংবা
কনভেন্টের স্কুলে।
ঠাকুরমা আর ঠাকুরদাদার গল্প শুনি না,
কাকু জেঠু ওদের কথা কিছুই জানি না।
কে কতটা এ্যাডাল্ট হব তারই লড়াই চলে,
রিয়েলিটি, ফ্যাশন শো-তে জুটছি দলে দলে।
চাকরি নেব, ইংরাজীতে তুফান উড়িয়ে,
চলেই যাব সিঙ্গাপুরে কিংবা দুবাইয়ে।
থাকো তোমরা এই বাংলায় সারা জীবনভোর,
কম্পিটিশন বন্ধু আমার, অন্য সবাই পর।
বাংলা থেকে ফিউনারেলের খবর যদি পাই,
দূরে থেকে করবো কি আর?
বলবো, টা-টা, বাই

অশোক কুমার পাত্র

ছবি : সৌজন্যে : বর্তমান

'জনসংস্কৃতি'র পক্ষে সত্যরঞ্জন পাল কর্তৃক ৪২এ, ঠাকুর হাট রোড, পো: বাদু, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ১২৮ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৪, সম্পাদনা : রবি রায়, ফোন - ০৩৩ ২৫২৬ ৪৫৪০, ই-মেল - janasanskriti@gmail.com, ওয়েবসাইট- janasanskriti.org

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য